সুশাসন বার্তা

মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচির ঘরোয়া মাসিক বুলেটিন

৩য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা | Vol. 03, Issue 14

October, 2005 | *আশ্বিন-কার্তিক ১৪১২*

১৫ অক্টোবর ০৫ সারা দেশে বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস পালিত

রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা গ্রামীণ নারীর অধিকার তরান্বিত করবে।

রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা গ্রামীণ নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এবারেও সারা দেশে পালিত হল বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস। সুপ্র সচিবালয়সহ জেলা কমিটিগুলো এ উপলক্ষ্যে সেমিনার, আলোচনা সভা, মানববন্ধন ও র‌্যালির আয়োজন করে। বিশেষ অবদানের জন্য গ্রামীণ নারীদের সন্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নারীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নারী দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয় গ্রামীন নারী দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করার জোড় দাবি জানানো হয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশের উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা ক্রমেই উজ্জল হয়ে উঠেছে। আপন যোগ্যতা ও মেধায় তারা স্থান করে নিচ্ছে সর্বত্র। বিশেষকরে গ্রামীণ নারী ক্ষুদ্র ঋনকে ব্যবহার করে পরিবারে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করছেন। এবং এই ভূমিকা নারীর গৃহ শ্রমের "লুকায়িত অর্থনীতিকে" সামনে এনে দেখিয়েছে যে কী করে জনসংখ্যার বিরাট অংশ নারীর শ্রমের উপর নির্ভর করে টিকে আছে। গ্রামীণ নারীর এ অবদানকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দান এবং তাদের ভেতর আরও উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবারেও বাংলাদেশে বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস পালন করা হচ্ছে।

১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবর গ্রামীন নারী দিবস পালনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড উইমেন সামিট ফাউন্ডেশন দিবসটি পালনের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। সেই থেকে বিশ্বের ১০০টি দেশে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনও দিবসটিন পালন করে থাকে। ১৯৯৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আমেরিকায় দিবসটি পালনের আহবান জানান। একই বছর ফিলিপিনে প্রেসিডেন্ট রামোস এই দিবসটি জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

২০০০ সালে বাংলাদেশে দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এজন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। পরিকল্পিতভাবে অনেক সংগঠনের অংশগ্রহণে প্রচারাভিযান সংগঠিত করা হয়। তারপর থেকে জাতীয় উদ্যোগ ছাড়াও অনেকেই নিজেদের উদ্যোগে দিবসটি পালন করে আসছে।

বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের বাস্তবতাকে তুলে ধরে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদাকে সুসংহত করা, তাদের অধিকার বাস্তবায়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করা।

বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবসের ২০০৫ এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা গ্রামীণ নারীদের অধিকার তরান্বিত করবে। কারণ মানবাধিকার ঘোষণা, সিডো সনদের মত আন্তর্জাতিক সনদগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিত করার কথা থাকলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা বাস্তবায়নে তেমন কোন উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা থাকলেও সমাজের দূর্বলতম অংশ হিসেবে নারী বিশেষ করে গ্রামীন নারী সে অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস জাতীয় উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে এ দিবসটি সফলভাবে আয়োজনের জন্য জেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে ঘরোয়াভাবে অনেকবার আলোচনা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫ সেপ্টেম্বর ০৫ জাতীয় প্রেসক্লাব এবং ৮ অক্টোবর ০৫ ডাব্লিউভিএ মিলনায়তনে জাতীয় প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভাগুলোতে জেলা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত সংগঠনের প্রতিনিধিরা দিবসটি উদযাপনের প্রস্তুতি সভায় তুলে ধরে। এবং আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে জেলা কমিটিগুলো তাদের কর্মসূচি চূরান্ত করে।

বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস জাতীয় উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে ১৩ অক্টোবর ০৫ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে।সম্মেলনে দেশের গ্রামীণ নারীর বর্তমান প্রেক্ষাপট ও দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বান্দরবানের সংগঠন অনন্যার নির্বাহি পরিচালক ডুনাই প্রু নেলি। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপের নির্বাহি পরিচালক শাহদাত হোসেন চৌধুরী, জীবিকার নির্বাহি পরিচালক শামীম আরা ডেইজি, স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের নেত্রী শামীমা বেগম, বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস উদযাপন কমিটির সমন্বয়কারী আহমেদ স্বপন মাহমুদ ও সুপ্র'র কোষাধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম খোকন।

সম্মেলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় কোনো ক্ষেত্রেই দেশে নারীর বিশেষ করে গ্রামীণ নারীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনীতিবিদরা অনেক প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে তারা সেগুলো ভুলে যান। এ দিবস পালনের মধ্যদিয়ে জনগণের কাছে সব প্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কাজ করতে হবে।

বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস উদযাপন কমিটি ঢাকা জেলার উদ্যোগে এদিন শহীদ মিনারে আলোচনা সভা ও স্যাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় ১৫ অক্টোবর গ্রামীণ নারী দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতি সারমিন ইসলাম ডেইজি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য পলাশ রানী সরকার, মর্জিনা শিকদার, কাঞ্জালিনি সুফিয়া ও মোরশেদা বেগমকে সম্মাননা এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন শামীমা নাসরিন, আনজুমানারা, নাজমুন নাহার বেবী, এডভোকেড তাহমিনা বেগম প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বেইজিং প্লাটফরম ফর একশন, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য এবং শান্তি সুরক্ষার প্রতীক জাতিসংঘের ঘোষণাসহ অন্যান্য সনদগুলোতে গ্রামীণ নারীর অধিকারের কথা থাকলেও আমাদের দেশের নারী বিশেষ করে গ্রামীণ নারী বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। এখনো পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্র বৈষম্য-সহিংসতা নারীকে নিয়ে যাচ্ছে মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে। এ অবস্থায় গ্রামীণ নারীকে আপর আলোয় প্রকাশিত এবং বিকশিত করার জন্য আমরা গ্রামীণ নারীর পক্ষে দাবি জানাচ্ছি। যা স্থানীয় প্রেক্ষাপটের গন্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনে বাংলাদেশের নারীর প্রতিনিধিত্ব

করবে।অনুষ্ঠানে খুলনার রূপান্তরের ঐতিহ্যবাহী পটগানের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ নারীর বঞ্চনা আর বৈষম্যের নানাদিক এবং সেগুলো দুর করতে আমাদের করণীয় কী হওয়া উচিত তা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে র‌্যালি বের হয়।র‌্যালি বিশ্ব বিদ্যালয় ক্যাম্পাস হয়ে শাহবাগ চত্বরে এসে শেষ হয়।

চূড়ান্ত পিআরএসপি অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সুপ্র'র সাংবাদিক সম্মেলন

পিআরএসপি'র কারণে স্থানীয় শিল্প সঙ্কটে পড়বে

দারিদ্র্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন করা হয়েছে বলা হলেও এতে দারিদ্র কতটুকু কমবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। চূরান্ত পিআরএসপিতে দারিদ্র্য হ্রাসের বিষয়টির চেয়ে বাজার উন্মুক্ত করে দেয়ার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এভাবে বাজার উন্মুক্ত করে দেয়া হলে স্থানীয় শিল্প বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং এক পর্যায়ে তা বন্ধ হয়েও যেতে পারে। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষ কাজ হারাবে, যা দারিদ্র্য কমানোর পরিবর্তে দারিদ্র্য পুনরুৎপাদনে ভূমিকা রাখবে।

১৯ অক্টোবর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র)'র বক্তারা এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, রাজনীতিকদের অংশগ্রহণবিহীন এ পিআরএসপি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকারেরও অভাব রয়েছে। তাই এর বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়েও সংশয় রয়েছে।

সুপ্র আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে মুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সুপ্র'র সদস্য সচিব রেজাউল করিম চৌধুরী।বক্তব্য রাখেন সুপ্র'র সহসম্পাদক এএইচএম বজলুর রহমান, সুপ্র সচিবালয় প্রধান আমিনুর রসুল বাবুল, সুপ্র জাতীয় কমিটির সদস্য আহমেদ স্বপন মাহমুদ।

মুল বক্তব্যে রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, পিআরএসপিতে মুক্তবাজার ব্যবস্থাকে দারিদ্র বিমোচনের প্রধান কৌশল হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বস্তুত বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং ডাব্লিউটিওসহ দাতাদের চাপে পিআরএসপির নামে বাজার আরও উন্মুক্ত করে দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তারা এখানে তাদের পৃষ্ঠপোষক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজার সম্প্রসারণ করতে চায়। আর এসব কারণেই এ তৎপরতা চলছে।

তিনি বলেন, খসড়া পিআরএসপিতে আমদানি শুল্ক চার স্তর ও সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ধার্য করার প্রস্তাব করা হলেও চূরান্ত পিআরএসপিতে তা তিন স্তর এবং সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া খসড়ায় নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা ৬০ থেকে ৫০টি করা হলেও চূরান্ত পিআরএসপিতে ২৫টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এ বিষয়গুলো যতটা বিদেশী কোম্পানি ও পণ্যের স্বার্থ রক্ষা করবে ততটা দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করবে না।

তিনি আরও বলেন, জাতীয় নীতিমালা ও কোনো নিয়ন্ত্রণ কমিশন কার্যকর না থাকার কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখানে উচ্চহারে মুনাফা করে সব অর্থ দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। বক্তারা আর বলেন, পিআরএসপিতে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া জোড়দার করার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মিল কারখানাগুলো এভাবে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিলে দেশে বেকারত্ব আরও বাড়বে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এদেশের শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জরিত অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো জাতীয় সম্পদ পাচার করে তাদের শোষন চিরস্থায়ী করবে।

বক্তারা বলেন, নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে দেশীয় পরামর্শক দিয়ে পিআরএসপি প্রণয়ন করাতে বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলকে পাশ কাটিয়ে আমলাদের দিয়ে এটা প্রণয়ন করায় চূড়ান্ত পিআরএসপি জাতীয় গ্রহণযোগ্যতা হাড়িয়েছে। আমাদের দাবি, পিআরএসপি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হোক।

সংবাদ সম্মেলনে সরকারি উদ্যোগে পিআরএসপি বাংলায় প্রকাশ করার পাশাপাশি তৃনমুল পর্যায়ে সবাইকে অবহিত করার আহ্বান জানানো হয়।

কোস্ট ট্রাস্টের সামজিক ন্যায় বিচার প্রকল্পের

মধ্যবতী রিভিউ

কোস্ট ট্রাস্টের সামাজিক ন্যায়বিচার প্রকল্পের আভ্যন্তরীন মধ্যবর্তী রিভিউ চলছে। এই রিভিউর উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ি চলমান কর্মসুচি ঠিক লক্ষ্যে এগোচ্ছে কি না তা দেখা ও লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী পর্যায়ে বিগত কর্মসুচিগুলোর প্রভাব যাচাই করা।

আভ্যন্তরীন রিভিউ স্থানীয়, জেলা ও জাতীয় এই তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জুলাই মাসে এই রিভিউর পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী নভেম্বরের মধ্যে এই রিভিউর কাজ শেষ হবে। রিভিউ কমিটির প্রধান দায়িত্ব পালন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর সালাউদ্দিন আমিনুজ্জামান। ইতিমধ্যে ভোলা ও কক্সবাজারে এর প্রস্তুতিমুলক কাজ শেষ হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে কোস্ট ভোলা, কক্সবাজার এবং আউটরিচ অঞ্চলগুলোর, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সুপ্র এই রিভিউ করছে। রিভিউ পরিচালিত হচ্ছে প্রকল্পের যৌক্তিক কাঠামোতে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে।

জেলা পর্যায়ে সচেতনতা মুলক প্রশিক্ষণ, পিআরএসপি ও বাজেট সম্পকীত বিভিন্ন সভা সেমিনার, গে-াবাল উইক অব একশন উদ্যাপন, বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস উদ্যাপন, বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি বিরোধি কার্যক্রম ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রভাব যাচাই করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডার হচ্ছে, এনজিও কর্মী, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাধারণ মানুষ ও সুশীল সমাজ।

জাতীয় পর্যায়ে পিআরএসপি ও বাজেট সর্ম্পকীত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, গোবাল উইক অব একশন উদ্যাপন, বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস উদ্যাপন, বিশ্বব্যাক ইম্যুনিটি বিরোধি কার্যক্রম ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রভাব যাচাই করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডার হচ্ছে, রাজনৈতিক দল, সুপ্র জাতীয় কমিটি, এনজিও কর্মী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

সুশাসন বার্তা, *মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচি সংক্রান্ত মাসিক ঘরোয়া বুলেটিন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) সচিবালয় বাড়ি # ৯/৪, সড়ক # ২, শ্যমলী, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ০১৭৪-০১৪২০৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : <info@supro.org> ওয়েব : <www.supro.org>থেকে প্রকাশিত*